সারসংক্ষেপ

জন সার্ল দেহ-মনের সম্বন্ধে ব্যাখ্যার জন্য দ্বৈতবাদ ও জড়বাদের মধ্যবর্তী একটি পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন। চেতনাকে তিনি উদ্ভূত ধর্ম রূপে গণ্য করে দেখাতে চেয়েছেন যে চেতনা, জড় ও মস্তিষ্ক দশা থেকে উৎপন্ন হলেও তাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা জড়জগতের অন্য কোন বস্তুতে থাকে না। সেই কারণে তিনি চেতনার জড়জগতে পর্যাবসান সম্ভব নয় বলে মনে করেছেন। উচ্চস্তরের মানস দশা তার নিম্নস্তরের ভৌত দশাকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করতে না পারলে মানস কারণতা কখনোই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। সার্ল মানস কারণতা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যদিও নিম্নস্তরের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার অতিরিক্ত মানস দশার কোনো কার্যকারিতা তিনি স্বীকার করেননি। ফলে, সার্লের তত্ত্বে মানস কারণতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সার্ল এবং পপার উভয়েই মনে করেছেন যে, দেহ ও মন কার্তেসীয় চিন্তার প্রভাবে এত দূরে সরে গেছে বলেই তাদের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। সার্ল তাই দ্বৈতবাদী চিন্তা বর্জন করে বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। সেইজন্যই তিনি পদার্থবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে রক্ষা করেই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। যদিও, পদার্থবিজ্ঞান স্বীকৃত কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি রক্ষা করে নিম্নমুখী কারণতা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। কার্ল পপারের তত্ত্ব লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তিনি পদার্থবিজ্ঞানের পরিবর্তে জীববিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন এবং জীববিজ্ঞানের বিবর্তনবাদী তত্ত্বের সাহায্যে নিম্নমুখী কারণতার সম্বন্ধ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। জীবজগতের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই জীবের বিবর্তন তার জৈবিক চাহিদার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে অর্থাৎ জীবের জৈবিক আচরণ বা চাহিদা তার নিম্নস্তরের জিনের মিউটেশনে প্রভাব বিস্তার করেছে। পপার লক্ষ করেছেন যে, কার্তেসীয় চিন্তার প্রভাবে দেহ ও মন এত দূরে সরে গেছে যে, তাদের মধ্যে কোনো সেতুবন্ধন সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে, পপার দেহ-মনের মধ্যবর্তী একটি যোগসূত্র স্থাপনকারী অঞ্চল খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন, যা একই সঙ্গে দৈহিক ও মানস দশার বৈশিষ্ট্যযুক্ত হবে। মানব মস্তিষ্ক স্থিত তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র এই যোগসূত্র স্থাপনের কাজ করতে পারে বলে তিনি মনে করেছেন। সার্ল এবং পপারের তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে দেহ-মনের সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা তা দেখাই এই গবেষণার লক্ষ্য। ❐